দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 08 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ছাত্রদলের বিশাল কমিটি

১৫১ জনের স্থলে ৭৩৬ সদস্য

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট হওয়ার কথা। সেই কমিটি গিয়ে দাঁড়ালো ৭৩৬ সদস্যে। কমিটির এই বিশাল আকার জন্ম দিয়েছে আলোচনা-সমালোচনার। এতে পদ পেয়েছেন সংগঠন থেকে স্বেচ্ছায় 'অবসরে' যাওয়া, নিখোঁজ নেতা ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরে জড়িতরা। এমনকি ধর্ষণ মামলার আসামিও আছেন কমিটিতে।

আংশিক কমিটি ঘোষণার ১৬ মাস পর গত শনিবার গভীর রাতে নতুন করে ৫৮৩ জনকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। ২০১৪ সালের ১৪ অক্টোবর রাজিব আহসানকে সভাপতি ও আকরামুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫৩ সদস্যের ওই আংশিক কমিটি ঘোষণা করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

খোদ ছাত্রদলের নেতারা বলছেন, দল ও সংগঠনের সব 'সিন্ডিকেট'-এর ভাগ মেটাতে গিয়ে অস্বাভাবিক কমিটি দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন। পুনর্বাসিত করা হয়েছে পাঁচ শতাধিক নিষ্ক্রিয় কর্মীকে। তবে নিখোঁজ নেতাদের কমিটিতে রাখায় দলীয় চেয়ারপারসনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ছাত্রদলের কর্মীরা। গতকাল রবিবার নয়া পল্টনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন নেতাকর্মীরা।

আগের কমিটিতে পদ না পেয়ে বিদ্রোহ হলেও এবার সেই সম্ভাবনা কম। শীর্ষ নেতাদের ভাষ্য, সবাইকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে কমিটিতে নেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে।

জানা গেছে, ২০১৪ সালে আংশিক কমিটি গঠনের পর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ করেন ছাত্রদলের পদবঞ্চিত নেতারা। একপর্যায়ে ভাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। জিয়াউর রহমানের মুর‍্যালও হামলার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মূলত অসন্তোষ দমাতেই পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে যথাসম্ভব বেশি নেতাকর্মীকে স্থান দেয়ার দিকে নজর রাখেন বিএনপির হাইকমান্ড। এ ছাড়া সামনে দলের ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন। কমিটি নিয়ে নতুন করে যাতে বিদ্রোহ বা ক্ষোভ না প্রকাশ পায়, সে জন্য মোটামুটি 'বিদ্রোহী' সবাইকে কমিটিতে রাখা হয়েছে। এছাড়া আংশিক কমিটির মতো পূর্ণাঙ্গ কমিটিতেও একাধিক সিন্ডিকেটের আবদার রাখতে গিয়ে ছাত্রদলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কমিটি দিতে হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটির সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে ১৫টি শাখা কমিটি। এর মধ্যে আছে ঢাকা মহানগর কমিটিও। আগে ঢাকা মহানগরে উত্তর-দক্ষিণ নামে দুটি শাখা থাকলেও এবার ঢাকা পূর্ব ও পশ্চিম নামে আরও দুটো শাখা বাড়ানো হয়েছে। ঢাকা মহানগর উত্তরে সভাপতি হয়েছেন মিজানুর রহমান রাজ ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সাজ্জাদ হোসেন রুবেল। তবে রুবেলের বিরুদ্ধে স্কুলশিক্ষিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় রুবেলের বিরুদ্ধে রাজধানীর বাড্ডার চাইল্ডকেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একজন শিক্ষিকাকে ধর্ষণের মামলা হয়। বাড্ডা থানার ওই মামলায় (মামলা নং ৪৯) ২০০৫ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। ওই অভিযোগে রুবেলকে সে সময়ে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। ঢাকা মহানগর বিএনপির এক নেতার জোরালো সুপারিশে তাকে চূড়ান্ত তালিকায় রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা শামসুজ্জামান দুদু বলেন, দুঃসময়ে যাতে একজন জেলে গেলে অন্যজন নেতৃত্ব দিতে পারে, হয়তো সেই চিন্তা থেকে বড় কমিটি করা হয়েছে। তবে এটা ঠিক হলো কি না তা প্রমাণ হবে আবার আন্দোলন শুরু হলে।

এদিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে কয়েকজন নিখোঁজ ছাত্রদল নেতাও রয়েছেন। এ ব্যাপারে ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা বলেছেন, এই নেতারা একদিন ফিরে আসবেন এ আশায় তাদের নাম কমিটিতে রাখা রয়েছে। দীর্ঘদিন পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়েছে। এ কমিটির ফলে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা পাবে। তবে অনেকেই মনে করছেন, সহযোগী সংগঠন ছাত্রদলে নিখোঁজ নেতাদের কমিটিতে স্থান দেয়া বিএনপির একটি পলিসি। এতে করে সহানুভূতি অর্জন করা খুব সহজ। তাই আসছে বিএনপির কমিটিতেও গুম হওয়া নেতাদের স্থান দেয়া হবে বলেও জানা গেছে।

কমিটিতে স্থান পাওয়া নিখোঁজ নেতারা হলেন : সহ-সাধারণ সম্পাদক : মাহাবুব হাসান সুজন (সবুজবাগ), সেলিম রেজা পিন্টু (সূত্রাপুর), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক : ইফতেখার আহমেদ দিনার (সিলেট), মফিজুল ইসলাম রাশেদ (ঢাকা মহানগর পশ্চিম)। সদস্য : কাজী ফরহাদ হোসেন (সবুজবাগ), তেজগাঁও কলেজ শাখার সভাপতি আমিনুল ইসলাম জাকির, সহ-সভাপতি তরিকুল হাসান ঝন্টু, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ওমর আসাদুজ্জামান রানা, মাজহারুল ইসলাম রাসেল, মো. আল আমিন।